দৈনিক সংবাদ

70

তারিখ 16 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৩১শে আষাঢ় ১৩৯৪

সংবাদ : ৭

কেশবপুর ও নবাবগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

কেশবপুর ও নবাবগঞ্জ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবসহ একাধিক সমস্যা ও অব্যবস্থা রয়েছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

কেশবপুর (যশোর) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, স্কুল গৃহগুলোর দৈন্যদশা, শিক্ষক স্বল্পতা তথা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে এ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

উপজেলার মোট ৭০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৬০৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে। এ ছাড়া ২০টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে ৫৩৫৫ জন ছাত্র ছাত্রী। কিন্তু মোট ২১৩৯২ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে রয়েছে মাত্র ৩৯০জন শিক্ষক। এর মধ্যে সরকারী বিদ্যালয়ে রয়েছে ৩১০জন এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ে রয়েছে মাত্র ৮০জন শিক্ষক অর্থাৎ সরকারী বিদ্যালয়গুলোতে প্রতি ৫১জন ছাত্রের জন্যে মাত্র একজন এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ে রয়েছে প্রতি ৬৭জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে একজন শিক্ষক। যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

অধিকাংশ স্কুলেই আসবাবপত্র বিশেষতঃ চেয়ার, বেঞ্চ, ব্লাক বোর্ড, চক, ডাষ্টারের অভাব তীব্র। বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বাড়ী থেকে চাটাই আনতে হয় বসার জন্যে। অধিকাংশ সরকারী স্কুলই ইউনিসেফে'র সাহায্যের উপরই নির্ভরশীল। এমনকি উপজেলার কেশবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে ৭৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে রয়েছে ভাঙ্গা এবং ভালো মিলিয়ে মাত্র ৩০টি বেঞ্চ। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হয়। এছাড়া প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই রয়েছে খাবার পানির তীব্র সংকট এছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয়েই শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। সর্বোপরি বিদ্যালয়গুলোর দৈন্যদশা অবর্ণনীয়।

অধিকাংশ বিদ্যালয়ের চাল, বেড়া নেই। ফলে এই বর্ষার সময় বিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস হয়না বললেই চলে। সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেই এই অবস্থা হয়েছে। এমনি বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারণে বিপুল সংখ্যক শিশু-কিশোরের শিক্ষালাভের সুযোগ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

পার্বতীপুর

পার্বতীপুর (দিনাজপুর) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সংস্কারের অভাব এবং বিভিন্ন সমস্যা ও অব্যবস্থার দরুন দিনাজপুর জেলার সীমান্তবর্তী নবাবগঞ্জ উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে।

এই উপজেলায় ৬৫টি সরকারী ও ১৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সংস্কারের অভাবে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ অবস্থা। বিদ্যালয়গুলোর দরজা জানালা নেই বললেই চলে। বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায়ই মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হয়। পৃথক শ্রেণী কক্ষ না থাকায় স্থানাভাবের দরুন স্বল্প পরিসর কক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের গাদাগাদি করে বসে ক্লাস করতে হয়। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের চাল জরাজীর্ণ হওয়ায় বৃষ্টি-বাদলের দিনে মেঝেতে অঝরে পানি পড়ে। ফলে বর্ষাকালে প্রায়ই ক্লাস বন্ধ রাখতে হয়। আসবাবপত্রের স্বল্পতার দরুন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংরক্ষণ দুরূহ হয়ে পড়ে। অনেক সময় কাগজপত্র বগলদাবা করে বাড়ী নিয়ে যেতে হয়। চক-ডাষ্টারসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের পর্যাপ্ত সরবরাহ নেই। অধিকাংশ বিদ্যালয় কাঁচা হওয়ায় বর্ষাকালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস করতে হয়।

রামভদ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রায় আড়াই দশক পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। '৬৫-৬৬ অর্থ-বছরে লিনটেন পর্যন্ত নির্মাণের পরপরই ধসে পড়ে। পরে পুনঃনির্মিত হলেও আজও নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। দেয়ালের বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। যেকোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে। স্থানাভাবের দরুন বর্ষাকালে ক্লাস চালানো দুরূহ হয়ে পড়েছে। কচুয়া বিদ্যালয়ে চালাবিহীন ঘরে ক্লাস চালানো হচ্ছে।